মুজিবনগরে সেলিম মুন্সি স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে “সেলিম মুন্সি স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৬” এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুজিবনগর শাপলা স্বেচ্ছাসেবী ক্লাবের আয়োজনে রোববার উদ্বোধনী ম্যাচের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহামুদুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর শাপলা স্বেচ্ছাসেবী ক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স। এছাড়াও সাবেক ক্রিকেটার জিল্লুর রহমান, ওমর ফারুক, রেজাউল মল্লিক, মিজানুর রহমান, চাঁদ আলীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী খেলায় অংশগ্রহণ করে শিবপুর স্টার ক্লাব ও বাগোয়ান ইয়াং স্টার ক্লাব। টসে জয়লাভ করে বাগোয়ান ইয়াং স্টার ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ১৩ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৮১ রান সংগ্রহ করে।

জবাবে শিবপুর স্টার ক্লাব মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ৮২ রান করে সহজেই জয় নিশ্চিত করে।

খেলাটি দেখতে মাঠে দর্শকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যা পুরো পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

আগামীকালের খেলায় মুখোমুখি হবে আনন্দবাসী এক্সপ্রেস ও বল্লভপুর সার্বিক যুব উন্নয়ন ক্লাব।

মুজিবনগরে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগরে উপজেলা বিএনপির আয়োজনে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বিকেলে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক আলহাজ জাবেদ মাসুদ মিল্টনের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়।

র্যালিটি কেদারগঞ্জ বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে চার রাস্তার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মশিউর রহমানের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে এবং তার নেতৃত্বে ৯ মাস যুদ্ধ করে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তা আমাদের জাতির গৌরব ও আত্মত্যাগের প্রতীক।

তিনি আরও বলেন, শহীদদের এই ত্যাগের চেতনা ধারণ করে দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশের গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। তিনি বলেন, স্বাধীনতার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল জনগণের অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। তিনি নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সংগঠনকে শক্তিশালী করে জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে এবং দেশকে এগিয়ে নিতে সবাইকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর

ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, যুগ্ম সম্পাদক মানজারুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আশরাফুল হক কালু, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, তারেয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম, উপজেলা জাসাসের সভাপতি জুলফিকার খান হেলালসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্যগুলো প্রতিস্থাপনে গড়িমসি

২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন বিকালে দূর্বৃত্তদের হামলায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের সকল ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হয়। ঘটনার দেড় বছর অতিবাহিত হলেও ভাস্কর্যগুলো প্রতিস্থাপনে জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি চাহিদা পাঠালেও এখনও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়। এ ঘটনার পর থেকে মুজিবনগরে পর্যটকরা এসে হতাশায় ভুগছেন।

ভাস্কর্যগুলো মহান মুক্তিযুদ্ধের নানা ইতিহাস তুলে ধরতো পর্যটকদের কাছে। ভাস্কর্যগুলো ভাংচুর হয়েছে শুনে রক্তক্ষরণ হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের। তাঁরা এ দূর্বত্তায়ানের বিচার দাবি করেছেন। তবে এ ঘটনায় কোন মামলা হয়নি।

২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট বিকাল থেকে রাত প্রায় ১০ টা পর্যন্ত দূর্বৃত্তরা দফায় দফায় এ হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে।

ওই সময় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সরকার পতনের খবর ছড়িয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পর থেকে প্রায় দুই শতাধিক র্দর্বৃত্ত রড, বাঁশ ও হাতুড়ি

নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে। প্রথমে তারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটির মাথা ভেঙে ফেলে। একই সময়ে এলোপাতাড়িভাবে আঘাত করে ‘১৭ এপ্রিলের গার্ড অব অনার’ ভাস্কর্যটিতে। আরও একটি দল ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের আত্মসমর্থনের ভাস্কর্যগুলোতে আঘাত করে। তবে সেখানে খুব বেশি ভাঙচুর করতে পারেনি তারা। পরে কমপ্লেক্সের মধ্যে দেশের মানচিত্রের আদলে তৈরি করা মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টরে যুদ্ধের বর্ণনা সংবলিত ছোট ভাস্কর্যগুলো ভেঙে আশপাশে ছুড়ে ফেলে। আরও একটি দল শহীদ স্মৃতিসৌধের প্রধান ফটকটি ভেঙে নিয়ে যায়।

ওই সময়ে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্য সুমন আহমেদ বলেছিলেন, ‘তিন শতাধিক ছোট-বড় ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হয়েছে। আমরা প্রথমে তাদের বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করলে আমাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তারা ভাস্কর্যগুলো ভাঙতে শুরু করে। এসময় আমাদের এক সদস্য পড়ে গিয়ে আহত হন। একদল এসে কিছূ ভাস্কর্য ভেঙে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার আর একদল এসে স্মৃতি কমপ্লেক্সের মানচিত্র ও গ্যালারির সকল ভাস্কর্য ভেঙে ফেলে। দূর্বৃত্তরা সীমনা রেলিং, স্মৃতিসৌধের প্রধান ফটক, পানির পাম্পসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করেও নিয়ে গেছে।’

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে স্থাপিত আনসার ক্যাম্পের তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবেদার রবিউল ইসলাম বলেন, ‘যখন দুর্বৃত্তরা এখানে হামলা শুরু করে, তখন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মুঠোফোনে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল। তিনি কোনো নির্দেশনা দিতে পারেননি। এ কারণে আনসার সদস্যরা নিজেদের জীবন ও অস্ত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যারাকে অবস্থান নেন।’

সম্প্রতি সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, ভিতরে প্রবেশ করে মনে হলো যেন এক বিরানভূমি। দর্শনার্থীদের পদভারে মুখরিত মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সটি আজ নির্বীকার হয়ে দাড়িয়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে পর্যটন মোটেল, মসজিদ ও রাষ্ট্রীয় অতিথিদের বাংলো। এগুলো ভাংচুর করা হয়নি। এগুলো পেরিয়ে স্মৃতি কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সের সামনে সারি সারি ভাস্কর্য। সেখানে সব ভাস্কর্য কমবেশি ভাঙচুর করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটির মাথা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাজউদ্দীন আহমদের ভাস্কর্যটিকে আঘাত করা হয়েছে। গার্ড অব অনারের ভাস্কর্যগুলোতে এলোপাতাড়ি আঘাত করা হয়েছে। ভাস্কর্যগুলো ভেঙে পড়ে আছে। চেনার উপায় নেই সেগুলো। বাংলাদেশের মানচিত্রের ওপরে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধকালীন ১১টি সেক্টরের আদলে

তৈরি ছোট ভাস্কর্যগুলো একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কমপ্লেক্সের পেছনে জয় বাংলা তোরণের ‘জয় বাংলা’ লেখাটি খুলে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। তবে অক্ষত রয়েছে মসজিদ, এতিমখানা, বাংলোগুলো।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠনের লক্ষ্যে নিরাপদ স্থান বিবেচনায় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা (বর্তমান মুজিবনগরে) সমবেত হন। সেখানে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তার পরে ওই স্থান নামকরণ করা হয় মুজিবনগর।

ওই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এম এ জি ওসমানীকে সরকারের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। মুজিবনগরে তৎকালীন সাবডিভিশনাল পুলিশ কর্মকর্তা মাহবুব উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রমের নেতৃত্বে ১২ জন আনসার সদস্য বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এই অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়।

পরে ১৯৮৭ সালে মুজিবনগর আম্রকাননে নির্মাণ করা হয় স্মৃতিসৌধের। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ স্থানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে ১৯৯৬ সালে ওই স্থানে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তি আওয়ামী লীগ সরকার মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সটিকে আন্তর্জাতিক মানের মুক্তিযুদ্ধ পর্যটন কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে ৪০৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ স্বেচ্ছাশ্রমে দীর্ঘদিন ধরে পরিচ্ছন্ন করে আসছেন সুভাস মল্লিক। তিনি বলেন, মুজিবনগরের সৌন্দর্য সব শেষ হয়ে গেছে। আর ভালো লাগছে না। পর্যটকরা এসে আর কী দেখবেন?

মুজিবনগরে বেড়াতে যাওয়া স্কুল শিক্ষক ইয়ামিন হাসান বলেন, ‘রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু ইতিহাসের উপর আঘাত করা মোটেও কাম্য নয়। ইতিহাসের টানে বারবার মুজিবনগরে আসি। কিন্তু আগের সেই মুজিবনগর আর পাই না। বর্তমান সরকারের উচিত খুব্র দ্রুত সময়ের মধ্যে ইতিহাস রক্ষার প্রয়োজনেই মুজিবগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পুনর্গঠণ করা।’

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক বলেন, ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমেপ্লেক্সের একেকটি ভাস্কর্য স¦◌াধীনতার প্রতীক। যারা এগুলো ভেঙেছে তারা গর্হিত কাজ করেছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ ঘটনার শোনার পর থেকে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বর্তমান সরকারের কাছে দাবি করি সুষ্ঠ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং ভেঙে ফেলা ভাস্কর্যগুলো নতুন করে প্রতিস্থাপন করার দাবিও জানান তিনি।’

মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা মুজিবনগরে পরিদর্শন করে একটি চাহিদা পাঠাতে বলেছিলেন। তারপরই আমরা ভাস্কর্যগুলো নতুন করে প্রতিস্থাপন, অবকাঠামো ও ইলেকট্রিক কাজগুলো মেরামত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন প্রতি উত্তর আসেনি।’

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা বলেন, ‘জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্যের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে আমি যোগদান করার আগেই। তবে এখনো মন্ত্রণালয় থেকে কোন নির্দেশনা আসেনি।’

মুজিবনগর থানার ওসি জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্য ভাংচুরের ঘটনায় থানায় কোন মামলা হয়নি।’

মুজিবনগরে নানা আয়োজনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে দিনটির শুভ সূচনা করা হয়।সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকল সরকারি বেসরকারি

প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক ও অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহেদুর রহমান, মুজিবনগরের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, বাংলাদেশ পুলিশ বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান সহ মুক্তিযোদ্ধা বৃন্দ,,আনসার ব্যাটালিয়ন, টুরিস্ট পুলিশ, সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সরকারি, স্বেচ্ছাসেবী এবং স্কুল কলেজের প্রতিনিধিবৃন্দ।

পরে সকাল ৮ টায় মুজিবনগর উপজেলা চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা ও মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহেদুর রহমান। পরে মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এ সময় বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বিএনসিসি এবং বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ ও শরীরচর্চা প্রদর্শন করেন। কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে প্রোদর্শনের পরে বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা শেষে মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল শেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মুজিবনগরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে উপজেলা বিএনপির

শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

মুজিবনগরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বাংলাদেশ বিনির্মাণ সকল শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

দিবসটি পালন উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টার সময় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে উপজেলা বিএনপি’ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ র্যালী সহকারে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তব অর্পণ করে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এ সময় বাংলাদেশ বিনির্মাণে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমানসহ যুবদল, ছাত্রদল,সেচ্ছাসেবকদল সহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

মুজিবনগরে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপন

মুজিবনগরে র্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে।

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য-সদস্যা এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মিলনমেলা বসে।

রজত জয়ন্তী উদযাপনের শুরুতেই শিক্ষক, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র্যালি শেষে শুরু হয় আলোচনা সভা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান।

গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম এবং আতিয়ার রহমান।

আলোচনা সভায় বক্তারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন বিভিন্ন স্মৃতি তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচনা সভার শুরুতেই বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানের অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

আলোচনা সভার শেষে বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। সেই সঙ্গে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দকেও বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

বিকেলে রজত জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগরে গোপালনগর মাধ্যমিক

বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপন

মুজিবনগরে র্যালী আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে
গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপিত
হয়েছে।
রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বসে ছিল গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা
বিদ্যালয়ে সাবেক, বর্তমান, শিক্ষার্থী, শিক্ষক,বিদ্যালয়ের

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সদস্যা সহ ম্যানিজিং কমিটির সদস্যদের মিলনমেলা।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিক্ষক প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয।
র্যালি শেষে শুরু হয় আলোচনা সভা ও স্মৃতিচারণ ।
গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এর সহকারী শিক্ষক হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম ও আতিয়ার রহমান।
আলোচনা সভায় বক্তারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন বিভিন্ন স্মৃতি তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানের অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেনন।
আলোচনা সভার শেষে বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে আমন্ত্রিত অতিথিদেরও বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। বিকেলে রজত জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগরে যুবদল নেতার উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ

মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসানের পারিবারিক উদ্যোগে অসহায় মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে দারিয়াপুর ইউনিয়নের ৬০ জন অসহায় মানুষের মাঝে এসব ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ঈদকে সামনে রেখে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ঈদ উদযাপন করতে পারে, সে লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

আবুল হাসান জানান, তিনি প্রতি বছরই তার পরিবারের পক্ষ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি বলেন, “আমার ইউনিয়নসহ মুজিবনগর উপজেলার প্রতিটি মানুষ যেন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ঈদ পালন করতে পারে, সেটাই

আমার প্রত্যাশা।”

এবারের ঈদ উপহার প্যাকেজে ছিল পোলাও চাল, ময়দা, চিনি, সাবান, আলু, রসুন, পেঁয়াজ ও সেমাই।

এ সময় তিনি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া-এর রুহের মাগফিরাত কামনায় সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন।

এর আগে রমজান উপলক্ষে আবুল হাসানের পরিবারের পক্ষ থেকে ইউনিয়নের ৫০ জন অসহায় মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রীও বিতরণ করা হয়েছিল।

মুজিবনগরে গুম-খুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে বিএনপির ঈদ উপহার বিতরণ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে মেহেরপুরের মুজিবনগরে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে ফ্যাসিস্ট শাসনামলে গুম, খুন ও নিহত পরিবারের সদস্যদের মাঝে এসব উপহার বিতরণ করা হয়। উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে উপহার সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সুরুজ খান, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম মাস্টার, বিএনপি নেতা রবিউল ইসলামসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানো দলের মানবিক দায়িত্বের অংশ এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

তরুণদের সামাজিক উদ্যোগ প্রকল্পের আওতায় কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের “মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি (এমআইপিএস)” প্রকল্পের আওতায় এবং এফসিডিও’র অর্থায়নে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় অনুষ্ঠিত হলো “সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড ২০২৬”।

মঙ্গলবার মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে ওয়াইপিএজি মুজিবনগরের আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় ছিলেন পিএফজি’র সমন্বয়কারী ওয়াজেদ আলী খান।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ওয়াইপিএজি সদস্য এবং ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন পিএফজি সদস্য ও ওয়েভের সমন্বয়কারী রুকসানা খাতুন, যশোর অঞ্চলের হিসাবরক্ষক অধীশ দাশ, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও পিস অ্যাম্বাসেডর মুনশী মোকাদ্দেস হোসেন এবং ওয়াইপিএজি সমন্বয়কারী রিয়াজ শেখ।

কুইজ প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা সম্প্রীতি ও সাধারণ জ্ঞানের ওপর ৫০টি প্রশ্নে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে সেরা তিনজন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পাশাপাশি অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

বিজয়ীরা হলো প্রথম: মোছা. মোহনা খাতুন (৮ম শ্রেণি), দ্বিতীয়: আদিবা নুসরাত (৮ম শ্রেণি), তৃতীয়: সুব্রত প্রামাণিক (নবম শ্রেণি)।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা সম্প্রীতি, সহাবস্থান ও শান্তির গুরুত্ব নিয়ে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে। তারা বলেন, সমাজে হিংসা ও

বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তরুণদেরই অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ও বিভ্রান্তি এড়িয়ে সহনশীল সমাজ গড়ার আহ্বান জানায় তারা।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে “আজকের তরুণরাই আগামীর সম্প্রীতি রক্ষার নেতৃত্ব দেবে” এই স্লোগানে অঙ্গীকার গ্রহণের মাধ্যমে আয়োজনটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।